দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

28

শিক্ষাঙ্গনে

বরগুনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা

বরগুনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা দিন দিন সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কর্মচারী ও বিভাগীয় কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। ৫টি উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থা জরাজীর্ণ। বিদ্যালয়গুলোর আসবাবপত্র ও শিক্ষক সংকট তীব্রতর হয়ে উঠেছে। শিক্ষা উপকরণের মূল্য এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধির ফলে জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে।

জেলার ৫টি উপজেলার মোট ৩৭৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯৭টি রেজিস্টার্ডপ্রাপ্ত। এছাড়া স্থানীয়ভাবে গড়ে উঠা বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাব চরমভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে জেলার মাত্র ৯৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত করা হলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ই বর্তমানে সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে ক্লাস নেয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নীচে গাছতলায় ক্লাস হচ্ছে।

বিদ্যালয় উন্নয়ন মঞ্জুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির আভাস পাওয়া গেছে। সরকারের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ এ দুর্নীতির কেন্দ্রস্থল বলে সংশ্লিষ্ট মহল অভিযোগ করেছেন। তদবির না করলে উন্নয়নের তালিকায় বিদ্যালয়েরর নাম উঠে না। তা ছাড়াও আসবাবপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়।

জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হাজারো দৈন্যদশা নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চললেও ৯৭টি বেসরকারী বিদ্যালয়ে বার্ষিক কোন সরকারী বরাদ্দ নেই। ফলে বিদ্যালয়গুলো যে কোন মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ফলে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হবে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই পুরনো জরাজীর্ণ ভবনে ২/১ জন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বরগুনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশের পরিবর্তন ও উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি না দিলে সরকার গৃহীত "সবার জন্য শিক্ষা" কর্মসূচী ব্যর্থতার পর্যবসিত হবে।

—মোঃ মোশাররফ হোসেন